আইনস্টাইন ও ইন্দুবালা

(গল্পগ্রন্থ – উপলখণ্ড)

আইনস্টাইন কেন যে দার্জিলিং যাইতে যাইতে রানাঘাটে নামিয়াছিলেন বা সেখানে স্থানীয় মিউনিসিপ্যাল হলে "On... ইত্যাদি ইত্যাদি" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন—একথা বলিতে পারিব না। আমি ঠিক সেই সময়ে উপস্থিত ছিলাম না। কাজেই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ আমি আপনাদের নিকট সরবরাহ করিতে অপারগ, তবে আমি যেরূপ অপরের নিকট হইতে শুনিয়াছি সেরূপ বলিতে পারি।

আসল কথা, নাৎসী জার্মানি হইতে নির্বাসিত হওয়ার পর হইতে বোধ হয় আইনস্টাইনের কিছু অর্থাভাব ঘটিয়াছিল, বক্তৃতা দিয়া কিছু অর্থ উপার্জন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর ভারতবর্ষে আগমন। বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছিলেনও একথা সকলেই জানেন, আমি নূতন করিয়া তাহা বলিব না।

কৃষ্ণনগর কলেজের তদানীন্তন গণিতের অধ্যাপক রায় বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় একজন উপযুক্ত লোক ছিলেন। সেনেট হলে আইনস্টাইনের অদ্ভুত বক্তৃতা "On the Unity & Universality of Forces" শুনিয়া অন্য পাঁচজন চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মত তিনিও অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কলেজে আইনস্টাইনকে আনাইয়া একদিন বক্তৃতা দেওয়াইবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু প্রিন্সিপাল আপত্তি উত্থাপন করিলেন।

তিনি বললেন—"না রায় বাহাদুর, আমার অন্য কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু এমন দিনে একজন জার্মান—"

রায় বাহাদুর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন (যেমন ধরনের উত্তেজিত হইয়া তিনি উঠিতেন সন্ধ্যায় রামমোহন উকিলের বৈঠকখানায় ভাগবত পাঠের সময়, অন্য কেহ যদি কোনো বিরুদ্ধ তর্ক উত্থাপন করিত)—"সে কি মহাশয়! জার্মান কি? জার্মান? আইনস্টাইন জার্মান? ওঁদের মত মহামানবের, ওঁদের মত ঋষি বৈজ্ঞানিকের দেশ আছে? জাতের গণ্ডি আছে? আমি বলি—"

প্রিন্সিপাল বলিলেন—"আমিও বলছি নে যে তা আছে। কিন্তু বর্তমানে যেমন অবস্থা—" দুই প্রবীণ অধ্যাপকে ঘোর তর্ক বাধিয়া গেল।

প্রিন্সিপাল দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত, তিনি মধ্যযুগের স্কলাস্টিক দর্শনের প্রধান আচার্য জন স্কোটাসের উদাহরণ দেখাইলেন। আয়র্লন্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াও নবম শতাব্দীর গোঁড়াদিগের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া ফ্রান্সে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। আয়র্লন্ডে আর ফিরিতে পারিয়াছিলেন কি? আসল মানুষটাকে কে দেখে! তাঁর মতামতেরই মূল্য দেয় লোকে।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত যখন প্রিন্সিপাল রাজি হইলেন না তখন রায় বাহাদুরকে বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইতে হইল। ইতিমধ্যে তাঁহার কানে গেল আইনস্টাইন শীঘ্রইদার্জিলিং যাইবেন। ভারতবর্ষে আসিয়া অবধি নানাস্থানে বক্তৃতা দিতে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি হিমালয় দেখিতে পারেন নাই, এইবার এত কাছে আসিয়া আর দার্জিলিং না দেখিয়া ছাড়িতেছেন না।

রায় বাহাদুর ভাবিলেন দার্জিলিঙের পথে রানাঘাটে নামাইয়া লইয়া সেখানে এক সভায় আইনস্টাইনকে দিয়া বক্তৃতা দেওয়াইলে কেমন হয়?

রায় বাহাদুর গ্র্যান্ড হোটেলে আইনস্টাইনের সঙ্গে দেখা করিলেন।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ভারতবর্ষের দর্শনের কথা আমায় কিছু বলুন।"

রায় বাহাদুর প্রমাদ গণিলেন। তিনি গণিতের অধ্যাপক; দর্শন, বিশেষত ভারতীয় দর্শনের কোনো খবর রাখেন না, তবু ভাগ্যে গীতা মাঝে মাঝে পড়া অভ্যাস ছিল, সুতরাং অকূল সমুদ্রে গীতারূপ ভেলা কোনো আধ্যাত্মিক অর্থে নয়) অবলম্বন করিয়া দু-এক কথা বলিবার চেষ্টা করিলেন। 'বাসাংসি জীর্ণানি' ইত্যাদি।

আইনস্টাইন বলিলেন, "ম্যাক্সমুলারের বেদান্তদর্শনের উপর প্রবন্ধ পড়ে এক সময়ে সংস্কৃত শেখবার বড় ইচ্ছে হয়। দর্শনে আমি স্পিনোজার মানসশিষ্য। স্পিনোজার দর্শন গণিতের ফর্মে ক্রমানুসারে সাজানো। স্পিনোজার মন গণিতজ্ঞ স্রষ্টার মন, সেজন্য আমি ওঁর দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। কিন্তু বেদান্ত সম্বন্ধে

ম্যাক্সমুলারের প্রবন্ধ পড়ে আমি নতুন এক রাজ্যের সন্ধান পেলাম। ইউক্লিডের মত খাঁটি বস্তুতান্ত্রিক মন স্পিনোজার, সেখানে কূটতর্কও বাঁধা পথে চলে। আমি কিন্তু ভেতরে ভেতরে কল্পনাবিলাসী—।"

রায় বাহাদুর অবাক হইয়া আইনস্টাইনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি!"

আইনস্টাইন মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কেন, আমার কালের সঙ্গে ক্ষেত্রের একত্র মিলনকে আপনি কল্পনার ছাঁচে ঢালাই-করা বিবেচনা করেন নাকি?"

রায় বাহাদুর আরও অবাক। আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, "নতুন ডাইমেনশানের সন্ধানদাতা আপনি, নিউটনের পর নববিশ্বের আবিষ্কারক আপনি—আপনাকে কল্পনাবিলাসী বলতে—"

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান যুগের এই শ্রেষ্ঠতম বিজ্ঞানীর কবিসুলভ দীর্ঘ কেশ ও স্বপ্নভরা অপূর্ব চোখের দিকে চাহিয়া রায় বাহাদুরের মুখের কথা মুখেই রহিয়া গেল। কল্পনা প্রখর না হইলে হয়তো বড় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না, রায় বাহাদুর ভাবিলেন। কি একটা বলিতে যাইতেছিলেন, আইনস্টাইন পাশের ছোট টেবিল হইতে চুরুটের বাক্স আনিয়া রায় বাহাদুরের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। নিজের হাতে একটা মোটা চুরুট বাহির করিয়া ছুরি দিয়া ডগা কাটিয়া রায় বাহাদুরের হাতে দিলেন। রায় বাহাদুরের বাঙালি মন সংকুচিত হইয়া উঠিল। অত বড় বৈজ্ঞানিকের সামনে সিগার ধরাইবেন তিনি, জনৈক হেঁজিপেঁজি অঙ্কের মাস্টার? তাছাড়া সাহেবও তো বটে, সেটাও দেখিতে হইবে তো। সাহেব জাত কাঁচাখেগো দেবতার জাত। রায় বাহাদুর একটা সিগার তুলিয়া বলিলেন—"আপনি?"

—"ধন্যবাদ। আমি ধূমপান করি নে।"

"ও!"

—"আমি একটা কথা ভাবছি।"

—"কি, বলুন।" —

—"রানাঘাটে সভা করলে কেমন লোক হবে আপনার মনে হয়? কেমন জায়গা রানাঘাট?"

—"জায়গা ভালই। লোকও হবে।"

—"কিছু টাকা এখন দরকার। যা ছিল জার্মানিতে রেখে এসেছি। ব্যাঙ্কের টাকা এক মার্কও তুলতে দিলে না, একরকম সর্বস্বান্ত।"

—"আমি রানাঘাটে বিশেষ চেষ্টা করছি, সার।"

—"ওখানে বড় হল্ পাওয়া যাবে কি?"

—"তেমন নেই। তবে মিউনিসিপ্যাল হল্ আছে, মন্দ নয়, কাজ চলে যাবে।" রায় বাহাদুর কিছুক্ষণ পরে বিদায় লইতে চাহিলেন, ভাবিলেন এত বড় লোকের সময়ের ওপর অত্যাচার করিবার দরকার নাই।

আইনস্টাইন বলিলেন—"আমার কিছু ছাপা কাগজ ও বিজ্ঞাপন নিয়ে যান। যে বিষয়ে বক্তৃতা হবে, সে আপনাকে পরে জানাব, টিকিটের দাম কত করব?"

—"খুব বেশি নয়—এই ধরুন—"

—"তিন মার্ক—দশ শিলিং?"

—"আজ্ঞে না সার। সর্বনাশ! এ সব গরিব দেশ। দশ শিলিং আজকাল দশ টাকার কাছাকাছি পড়বে। ও-দামে টিকিট কেনবার লোক নেই এদেশে, সার।"

—"পাঁচ শিলিং?"

—"আচ্ছা, তাই করুন। ছাত্রদের জন্যে এক শিলিং।"

আইনস্টাইন হাসিয়া বলিলেন, "ইউনিভার্সিটির ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। আমি নিজেও স্কুল-মাস্টার। আমার ওপর তাদের দাবি আছে। বম্বে ও বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটিতেও তাই হয়েছিল। ছাত্রদের টিকিট কিনতে হবে না। এই নিয়ে যান ছাপাহ্যান্ডবিল ও কাগজপত্র—"

রায় বাহাদুরহ্যান্ডবিল হাতে পাইয়া পড়িয়া দেখিতে গিয়া বিষন্নমুখে বলিলেন—"এ কি সার? এ যে ফরাসী ভাষায় লেখা!"

—"ফরাসী ভাষায় তো বটেই। প্যারিসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ছাপিয়েছিলাম। কেন, ফরাসী ভাষা বুঝবে না কেউ? আমি তো সেদিন শুনলাম এখানে ইউনিভার্সিটিতে ফরাসী পড়ানো হয়?"

—"আজ্ঞে না। সে হয়তো এক আধজন বুঝতে পারে। সেভাবে ফরাসী ভাষা পড়ানো হয় না। এখানে ইংরিজিটাই চলে। কেউ বুঝবে না সার।"

—"তাই তো! আপনি ইংরিজিতে অনুবাদ করে নিয়ে ওখানে কোনো প্রেসে ছাপিয়ে নেবেন দয়া করে?"

—"তা—ইয়ে...তা—আচ্ছা সার।"

রায় বাহাদুর মনে মনে ভাবিলেন—এখান থেকে বালিগঞ্জে গিয়ে বিনোদের শরণাপন্ন হইগে। ছোকরা ভাল ফ্রেঞ্চ জানে। কাঁহাতক আর একজন এত বড় লোকের সামনে 'জানি নে মশাই' বলা যায়।

বিনোদ চৌধুরী তাঁর বড় শালা। পণ্ডিত লোক। অনেক রকম ভাষা তার জানা আছে। সে উৎসাহের সঙ্গেহ্যান্ডবিলগুলির বাংলা ও ইংরিজি অনুবাদ করিয়া দিয়া বলিল—"আমি চাটুজ্যে মশায়, রানাঘাট যাব সেদিন। আমার থিওরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে পরিচয় অবিশ্যি লিন্ডেন বুলটনের পপুলার বই থেকে। তবুও আইনস্টাইনকে আমি এ যুগের ঋষি বলে মানি। সত্যকার দ্রষ্টা ঋষি। সত্যকে যাঁরা আবিষ্কার করেন, তাঁরাই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। লম্বা লম্বা লাঙল মার্কা ইকোয়েশন বুঝতে না পারি, কষতে না পারি, কিন্তু কে কি দরের সেটুকু—।"

রায় বাহাদুর দেখিলেন চতুর শ্যালকটি তাঁহাকে ঠেস দিয়া কথা বলিতেছে। হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"অর্থাৎ সেই সঙ্গে আমার দরটাও বুঝি ঠিক করে ফেললে বিনোদবাবু? বেশ, বেশ।"

—"রামোঃ! চাটুজ্যে মশায়, ছি ছি, তেমন কথা কি আমি বলি?"

—"বল না?"

—"স্পেস—টাইম—কনটিনিউয়ামের মোহজালে পড়ে কোন্‌টা কখন কি অবস্থায় বলেছি, তা কি সব সময় হলফ নিয়ে বলা যায় চাটুজ্যে মশায়?এবেলা এখানে থেকে যাবেন না?"

—"না না, আমার থাকবার জো নেই। অনেক কাজ বাকি। যাতে দুপয়সা হয় ভদ্রলোকের, সে ভার আমার ওপর। দেখি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যানদের একটু ধরাধরি করিগে। ঘুঘু সব। হলটা যদি পাওয়া যায়—"

—"কি বলেন আপনি চাটুজ্যে মশায়। আইনস্টাইনের নাম শুনলে হল্ না দিয়ে কেউ পারবে? আহা শুনলেও কষ্ট হয়, অত বড় বৈজ্ঞানিককে আজ এ বৃদ্ধ বয়সে পয়সার জন্যে বক্তৃতা করে অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে—দি ওয়ার্লড ডাজ নট নো ইট্‌স গ্রেটেস্ট—"

—"তুমি এখনও ছেলেমানুষ বিনোদ। ওই যা শেষকালে বললে ওই কথাটাই ঠিক। অনেক ধরাধরি করতে হবে। পাঁচটা চল্লিশের ট্রেনেই যাই।"

ইহার পরের কয়েকদিন রায় বাহাদুর অত্যন্ত ব্যস্ত রহিলেন। রানাঘাট মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, স্কুলের হেডমাস্টার, উকিল, মোক্তার, সরকারি কর্মচারি ও ব্যবসাদারগণের সঙ্গে দেখা করিয়া সব বলিলেন। আশ্চর্যের বিষয়লক্ষ্য করিলেন, সকলেরই যথেষ্ট উৎসাহ, সকলেরই যথেষ্ট আনন্দ। যেন সবাই আকাশের চাঁদ হাতে পাইতে চলিয়াছে।

বৃদ্ধ মোক্তার অভয়বাবু বলিলেন,—কি নামটি বললেন মশাই সাহেবের?আ—কি? আ—ইন্ স্টাই-ন? বেশ বেশ। হাঁ, বিখ্যাত নাম। সবাই জানে সবাই চেনে। ওঁরা হলেন গিয়ে স্বনামধন্য পুরুষ—নাম শোনা আছে বইকি।"

রায় বাহাদুর রাগে ফুলিয়া মনে মনে বলিলেন—তোমার মুণ্ডু শোনা আছে, ড্যাম ওল্ড ইডিয়ট! এ তুমি কাপুড়ে মহাজন শ্যামচাঁদ পালকে পেয়েছ? স্বনামধন্য! তিন জন্ম কেটে গেলে যদি এ নাম তোর কানে পৌঁছয়। মিথ্যে সাক্ষী শিখিয়ে তো জন্ম খতম করলি, এখন আইনস্টাইনকে বলতে এসেছে স্বনামধন্য পুরুষ! ইডিয়সির একটা সীমা থাকা চাই।

নির্দিষ্ট দিনে রায় বাহাদুর কৃষ্ণনগর কলেজের কয়েকটি ছাত্র সঙ্গে লইয়া সকালের ট্রেনে রানাঘাটে নামিলেন। তাঁর শালা বিনোদ চৌধুরী দুঃখ করিয়া চিঠি লিখিয়াছে, বিশেষ কার্যবশত তাহার আসা সম্ভব হইল না, আইনস্টাইনের বক্তৃতা শোনা কি সকলের ভাগ্যে ঘটে, ইত্যাদি। সেজন্য রায় বাহাদুরের মনে দুঃখ ছিল, ছোকরা সত্যিকার পণ্ডিত লোক, আজকার এমন সভায় বেচারির আসিবার সুযোগ মিলিল না। ভাগ্যই বটে।

রানাঘাট স্টেশনের বাহিরে আসিয়া সম্মুখের প্রাচীরে নজর পড়িতে রায় বাহাদুর থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেলেন। এ কি ব্যাপার! প্রাচীরের গায়ে লটকানো ঢাউস এক দুই-তিন-রঙা বিজ্ঞাপন। তাতে লেখা আছে...

বাণী সিনেমা গৃহে (নীল)

আসিতেছেন! আসিতেছেন!! (কালো)

আসিতেছেন!!! (কালো)

কে?? (কালো)।

কবে?? (কালো)।

সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী (লাল)

অদ্য রবিবার ২৭শে কার্তিক সন্ধ্যা ৫॥০টায় (নীল)

জনসাধারণকে অভিবাদন করিবে!! (কালো)

প্রবেশমূল্য ৫, ৩, ২ ও ১ টাকা (কালো)

মহিলাদের ৫ ও ২ টাকা (কালো)

এমন সুযোগ কেহ হেলায় হারাইবেন না। (লাল)

কি সর্বনাশ!

রায় বাহাদুর রুমাল বাহির করিয়া কার্তিক মাসের শেষের দিকের সকালেও কপালের ঘাম মুছিলেন। তাহার পর একবার ভাল করিয়া পড়িলেন তারিখটা। না, আজই। আজ রবিবার ২৭শে কার্তিক।

অন্যমনস্কভাবে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন আর একখানা সেই বিজ্ঞাপন।ক্রমে যতই যান, সর্বত্রই সেই তিনরঙা বিজ্ঞাপন। মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান মহাশয়ের বাড়ি পর্যন্ত যাইতে অন্তত ছত্রিশখানা সেই বিজ্ঞাপন আঁটা দেখিলেন বিভিন্ন স্থানে।

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু ফুলবাগানের সামনে ছোট বারান্দায় বসিয়া তেল-ধুতি পরনে তেল মাখিতেছিলেন। রায় বাহাদুরকে দেখিয়া ভাল হইয়া বসিলেন। হাসিয়া বলিলেন—"খুব সৌভাগ্য দেখছি। এত সকালে যে?—নমস্কার!"

—"নমস্কার, নমস্কার। চানের জন্যে তৈরি হচ্ছেন? ছুটির দিনে এত সকালে যে?"

—"আজ্ঞে হাঁ, চানটা সকালেই করি।"

—"বাড়িতে?"

—"বাড়িতে?"

—"আজ্ঞে না, চূর্ণীতে যাই। ডুব দিয়ে চান না করলে—অভ্যেস সেই ছেলেবেলা থেকেই। বসুন, বসুন। আজ যখন এসেছেন তখন দুপুরে গরিবের বাড়িতেই দুটো ডাল-ভাত—"

—"সেজন্যে কিছু না। নো ফরম্যালিটি। আমার মাসতুতো ভাই নীরেনের ওখানে না গেলে রাগ করবে। সেবার তো যাওয়াই হোল না।"

—"তাহলে চা চলবে তো?"

—"তাতে আপত্তি নেই। সে হবে এখন। আসলে যে জন্যে আসা—তা এ এক কি হাঙ্গামা দেখছি? কে ইন্দুবালা দেবী আসছে বাণী সিনেমাতে আজই—"

—"হ্যাঁ, তাই তো দেখছিলাম বটে।"

—"দিন বুঝে আজই?"

—"তাই তো—আমিও তাই ভাবছিলাম। ক্ল্যাশ করবে কিনা?"

—"এখন তো আমরা দিন বদলাতে পারি না। সব ঠিকঠাক। আমাদেরওহ্যান্ডবিল বিলি, বিজ্ঞাপন বিলি, সব হয়ে গিয়েছে। আইনস্টাইন আসবেন এই দার্জিলিং মেলে।"

—"আমিও তো ভেবেছি। তাই তো—"

—"তবে আমার কিমনে হয় জানেন? যারা সিনেমাতে ইন্দুবালাকে দেখতে যাবে, তারা সাহেবদের লেকচার শুনতে আসবে না। সাহেবদের সভায় যারা আসবে, তারা ঠিকই আসবে।"

আইনস্টাইনকে 'সাহেব' বলিয়া উল্লেখ করাতে রায় বাহাদুর মনে মনে চটিয়া গেলেন। এমন জায়গাতেও তিনি আনিতে চলিয়াছেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে! এ কি পাটকলের ম্যানেজার, না রেলের টি. আই., যে 'সাহেব' 'সাহেব' করবি? বুঝেসুঝে কথা বলতে হয় তো!

মুখে বলিলেন,—"হাঁ, তা বটে।"

ভাইস-চেয়ারম্যান শ্রীগোপালবাবু তাঁর অমায়িক আতিথেয়তার জন্যে রানাঘাটে প্রসিদ্ধ। চা আসিল, সঙ্গে এক রেকাবি খাবার আসিল। রায় বাহাদুর চা-পানান্তে আরও নানা স্থানে ঘুরিবেন বলিয়া বাহির হইলেন। অনেকের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, অনেক কিছু ঠিক করিতে হইবে।

যাইবার সময় বলিলেন—"মিউনিসিপ্যাল হলের চাবিটা—"

শ্রীগোপালবাবু বলিলেন—"আমাদের হলের চাকর রাজনিধিকে এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আমার বাসার চাকরও যাবে। ওরা হল্ খুলে সব ঠিক করবে। সেখানে ফ্রী রিডিং রুম আছে, সকালে আজ ছুটির দিন খবরের কাগজ পড়তে লোকজন আসবে। তাদের মধ্যে যারা ছেলেছোকরা তাদের ধরে চেয়ার বেঞ্চি সাজিয়ে নিচ্ছি। কিছু ভাববেন না।"

শ্রীগোপালবাবু স্নান করিয়া বাড়ির মধ্যে ঢুকিতেই তাঁহার বড় মেয়ে (শ্রীগোপালবাবু আজ তিন বৎসর বিপত্নীক, বড় মেয়েটি স্বশুরবাড়ি হইতে আসিয়াছে, সে-ই সংসার দেখাশুনা করে) বলিল—"বাবা, আমাদের পাঁচখানা টিকিট করে এনে দাও।"

—"কিসের টিকিট?"

—"বা রে, বাণী সিনেমায় ওবেলা ইন্দুবালা আসছে—নাচগান হবে। সবাই যাচ্ছে আমাদের পাড়ার।"

—"কে যাচ্ছে?"

—"সবাই! এই মাত্তর রাণু, অলকা, ঢেঁপি, যতীন কাকার মেয়ে ঢেঁড়স—এরা এসেছিল। ওরা সব বক্স নিচ্ছে একসঙ্গে—বক্স নিলে মেয়েদের আড়াই টাকা করে রিজার্ভ টিকিট দিচ্ছে। আমাদের জন্যে একটা বক্স নাও।"

শ্রীগোপালবাবু বিরক্তির সুরে বলিলেন—"হ্যাঁ ভারি—আবার একটা বক্স! বড় টাকা দেখেছিস আমার। সেই ১৯০৩ সাল থেকে জোয়াল কাঁধে নিয়েছি, সে জোয়াল আর নামল না। কেবল টাকা দাও আর টাকা দাও—"

অপ্রসন্ন মুখে দেরাজ খুলিয়া মেয়ের হাতে একখানা দশ টাকার নোট ও কয়েকটি খুচরা টাকা ফেলিয়া দিলেন।

একটু পরে প্রতিবেশী রাধাচরণ নাগ আসিয়া বৈঠকখানায় উকি মারিয়া বলিলেন—"কি হচ্ছে শ্রীগোপালবাবু?"

—"আসুন ডাক্তারবাবু, খবর কি? যাচ্ছেন তো ও-বেলা?"

—"হ্যাঁ, তাই জিজ্ঞেস করতে এসেছি। আপনারা যাচ্ছেন তো?"

—"যাব বই কি। রানাঘাটের ভাগ্য অমন কখনও হয়নি। যাওয়া উচিত নিশ্চয়।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়িতে। টাকা খরচ—ও তো আছেই। কিন্তু এমন সুযোগ—বাড়ির সবাই ধরেছে, দিলাম দশটা টাকা বের করে। বলি বয়েস তো হোল ছাপ্পান্নর কাছাকাছি, কোন্‌দিন চোখ বুজব, তার আগে—"

—"নিশ্চয়। জীবনে ওসব শোনবার সৌভাগ্য কবার ঘটে? আমাদের রানাঘাটবাসীর বড় সৌভাগ্য যে উনি আজ এখানে আসবেন।"

—"আমিও তাই বলছিলাম বাড়িতে। বয়েস হয়ে এল, দেখে নিই, শুনে নিই—গেলই না হয় গোটাকতক টাকা।"

—"তা ছাড়া, অত বড় বিখ্যাত একজন—"

—"সে আর বলতে! আজকাল সব জায়গায় দেখুন ইন্দুবালা দেবী, সাবানের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, গন্ধতেলের বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালা, শাড়ির বিজ্ঞাপনে ইন্দুবালার ছবি! তাকে চোখে দেখবার সৌভাগ্য—বিশেষ করে রানাঘাটের মত এঁদোপড়া জায়গায়—সৌভাগ্য নয়? নিশ্চয় সৌভাগ্য!"

শ্রীগোপালবাবু হাঁ করিয়া নাগ মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, প্রথমটা তাঁর মুখ দিয়া কোনো কথা বাহির হইল না। ঝাড়া মিনিট-দুই পরে আমতা আমতা করিয়া বলিলেন,—"আমি কিন্তু সে কথা বলছি নে। আমি বলছি সায়েবের লেকচারের কথা, মিউনিসিপাল হলে।"

রাধাচরণবাবু ভুরু কুঁচকাইয়া বলিলেন,—"কোন্ সায়েব?"

—"কেন, আপনি জানেন না? আইনস্টাইন—মি. আইনস্টাইন!"

রাধাচরণবাবু উদাসীন সুরে হঠাৎ মনে পড়িয়া যাওয়ার ভঙ্গিতে বলিলেন—"ও, সেই জার্মান না ইটালিয়ান সাহেব? হ্যাঁ—শুনেছি, আমার জামাই বলছিল। কি বিষয়ে যেন লেকচার দেবে? তা ওসব আর আমাদের এ

বয়সে—লেখাপড়ার বালাই অনেকদিন ঘুচিয়ে দিয়েছি। ওসব করুকগে কলেজের ইস্কুলের ছেলে-ছোকরারা—হ্যাঁ:!"

শ্রীগোপালবাবু ক্ষীণ প্রতিবাদের সুরে কি বলিতে যাইতেছিলেন, রাধাচরণবাবু পুনরায় বলিলেন—"তা আপনি কি করবেন শুনি?"

—"আমার বাড়ির মেয়েরা তো যাচ্ছে সিনেমায়। তবে আমাকে যেতেই হবে সায়েবের বক্তৃতায়। রায় বাহাদুর নীলাম্বরবাবু এসে খুব ধরাধরি করছেন—"

—"কে রায় বাহাদুর?নীলাম্বরবাবুটি কে?"

—"কৃষ্ণনগর কলেজের প্রোফেসর। তাঁরই উদ্যোগে সব হচ্ছে। তিনি এসে বিশেষ—"

রাধাচরণবাবু চোখ মিটকি মারিয়া বলিলেন,—"আরে ভায়া, একটা কথা বলি শোন। একটা দিন চল দেখে আসা যাক। ছবির ইন্দুবালা আর জ্যান্ত ইন্দুবালাতে অনেক ফারাক। ইহজীবনে একটা কাজ হয়ে যাবে। ওসব সায়েব-টায়েব ঢের দেখা হয়েছে। দুবেলা রানাঘাট ইস্টিশানে দাঁড়িয়ে থাক দার্জিলিং মেল শিলং মেলের সময়ে—দেখ না। কত সায়েব দেখবে। কিন্তু ভায়া। এ সুযোগ—বুঝলে না?"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন,—"তা—তা—কিন্তু, তবে রায় বাহাদুরকে কথা দেওয়া হয়েছে কিনা, তিনি কি মনে করবেন—"

রাধাচরণবাবু মুখ বিকৃত করিয়া খিঁচাইবার ভঙ্গিতে বলিলেন—"হ্যাঁ:! কথা দেওয়াহয়েছে রায় বাহাদুরকে! ভারি রায় বাহাদুর! এত কি ওবলিগেশন আছে রে বাবা! বলো এখন, বাড়ির মেয়েরা সব গেল তাই আমায় যেতে হোল। তারা ধরে বসল তা এখন কি করা। বলি কথাটা তো নিতান্ত মিথ্যে কথাও নয়!"

শ্রীগোপালবাবু অন্যমনস্ক ভাবে বলিলেন—"তা—তা—তা তো বটেই। সে কথা তো—"

রাধাচরণবাবু বলিলেন,—"রায় বাহাদুর এলে বোলো এখন তাই। তাঁকেও অনুরোধ কর না বাণী সিনেমায় যেতে।"

—"চললেন?"

—"চলি। ওবেলা আসব ঠিক সময়ে।"

রায় বাহাদুর স্থানীয় জমিদার নীরেন চাটুজ্যের বাড়িতে বসিয়া সভা সম্বন্ধে পরামর্শ ও আয়োজন করিতেছিলেন।

নীরেনবাবু রায় বাহাদুরের মাসতুতো ভাই, স্থানীয় জমিদার ও উকিল। উকিল হিসাবে হয়তো তেমন কিছু নয়, কিন্তু জমিদারির আয় ও পূর্বপুরুষ সঞ্চিত অর্থে রানাঘাটের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে পারিয়া উঠেন না। শিক্ষিত লোকও বটে।

রায় বাহাদুর গুরুভোজন করিয়া উঠিয়াছেন মধ্যাহ্নে। ধনী মাসতুতো ভাই-এর বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজন রীতিমত গুরুতর। দু-একবার নিদ্রাকর্ষণ হইতেও ছিল, কিন্তু কর্তব্যের খাতিরে শুইতে পারেন নাই।

নীরেনবাবু বলিলেন,—"আচ্ছা দাদা, বক্তৃতায় মোট কথাটা কি হবে আজকের?"

—"তা ঠিক জানি নে। On the unity of forces—এই বিষয়বস্তু। এ থেকে ধরে নাও।"

—"উনি space-এর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছেন, কি বলুন?"

—"অর্থাৎ?"

—"space বলেছেন সীমাবদ্ধ। আগেকার মত অসীম অনন্ত space আর নেই।"

—"তোমার ম্যাথমেটিকস্ ছিল। এম. এসসি.-তে। Geometry of Hyperspaces পড়েছ?"

—"মিক্সড ম্যাথমেটিকস্ ছিল। আপনি যা বলছেন, তা আমি জানি।"

—খুব খুশি হলুম দেখে নীরেন যে শুধু জমিদারি কর না, জগতের বড় বড় বিষয়ে একটু আধটু সন্ধান রাখ। খুব বেশি সন্ধান হয়তো নয়, তবুও the very little that you know is unknown to many."

—"আচ্ছা দাদা, উনি কি আজই চলে যাবেন?"

—"সম্ভব। দার্জিলিং যাবেন বলছিলেন। দার্জিলিঙের পথে এখানে নামবেন। যাতে ওঁর দু পয়সা আজ হয়, সেদিকে আমাদের বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে।"

—"আজ সভার পরে আমার বাড়িতে আসুন না একবার দাদা? এখানে রাতের জন্যে রাখতেও আমি পারি। আজ দার্জিলিঙের গাড়ি নেই। রাত্রে এখানে থাকুন।কোনো অসুবিধা হবে না?"

—"বেশ, বলব এখন।"

—"যাতে থাকেন তাই করুন। কালই খবরের কাগজে একটা রিপোর্ট করিয়ে দেব এখন। ফ্রী প্রেসের আর আনন্দবাজারের রিপোর্টার এখানে আছে।"

রায় বাহাদুর বুঝিলেন তাঁর মাসতুতো ভাইটির দরদ কোথায়। সেসব কথা বলিয়া কোনো লাভ নাই, এখন কোনো রকমে কার্যসিদ্ধি হইলেই হয়। কোনো রকমে আজ মিটিং চুকিলে বাঁচেন।

বাড়ির ভিতর হইতে নীরেনবাবুর মেয়ে মীনা আসিয়া বলিল,—"ও জাঠামশায়, বাবাকে বলে আমাদের টিকিটের টাকা দিন।"

নীরেনবাবু ধমক দিয়া বলিলেন,..—"যা যা বাড়ির মধ্যে যা, এখন বিরক্ত করিসনি। ব্যস্ত আছি।"

মীনা আবদারের সুরে বলিল—"তোমাকে তো বলিনি বাবা, জ্যাঠামশাইকে বলছি।"

রায় বাহাদুর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কিসের টিকিট রে মীনু?"

মীনা বলিল,—"আপনি কোথায় থাকেন যে সর্বদা! আমাদের পাশের বাড়ির সবিতা আপনাদের কলেজে পড়ে, সে বলে আপনি নাকি পথ চলতে চলতে অঙ্ক কষেন। সত্যি, হ্যাঁ জ্যাঠামশাই?"

নীরেনবাবু পুনরায় ধমকের সুরে বলিলেন—"আঃ, জ্যাঠা মেয়ে! যা এখান থেকে। জ্বালালে দেখছি। কিসের টিকিট জানেন দাদা, ওই যে ইন্দুবালা নাকি আজ আসছে আমাদের এখানকার বাণী সিনেমাতে, নাচগান হবে, কি নাকি বক্তৃতাও দেবে, তাই পাড়াসুদ্দু ভেঙেছে দেখবার জন্যে। মেয়েরা তো সকাল থেকে জ্বালালে।"

—"তা দাও না ওদের যেতে। আইনস্টাইনের লেকচারে আর ওরা কি যাবে। তবে দেখে রাখলে একটা বলতে পারত সারাজীবন। কি রে মীনু, কোথায় যাবি?"

—"আমরা জ্যাঠামশাই সিনেমাতেই যাই। 'মিলন' ফিলমে ইন্দুবালাকে দেখে পর্যন্ত বড্ড একটা ইচ্ছে আছে ওকে দেখব। রানাঘাটে অমন লোক আসবে—"

রায় বাহাদুর বাকিটুকু জোগাইয়া বলিলেন,—"স্বপ্নের অগোচর! তাই না মীনু? টিকিটের দাম দিয়ে দাও মেয়েকে, ওহে নীরেন।"

মীনা এবার সাহস পাইয়া বলিল —"আপনাকে আর বাবাকে যেতে হবে আমাদের নিয়ে। সে শুনছি নে। বাবার মনে মনে ইচ্ছে হচ্ছে জ্যাঠামশায়। শুধু আপনার ভয়ে—"

নীরেনবাবু তাড়া দিয়া বলিলেন—"তবে রে দুষ্টু মেয়ে—"

মীনা হাসিতে হাসিতে বাড়ির ভিতর চলিয়া গেল।

যাইবার সময় বলিয়া গেল—"বাবা, তোমাকে যেতেই হবে আমাদের নিয়ে। ছাড়ব না বলে দিচ্ছি।"

দার্জিলিং মেলের সময় হইয়াছে। বেলা সাড়ে পাঁচটা।

রায় বাহাদুর ও কয়েকজন ছাত্র, নীরেনবাবু ও শ্রীগোপালবাবু স্টেশনের প্লাটফর্মে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু—একি?

এত ভিড় কিসের? প্ল্যাটফর্মের চারিদিকে এত ছোকরা মাত্র, লোকজনের ভিড়! সত্যই কি আজ আইনস্টাইনের উপস্থিতিতে এখানকার সকলের টনক নড়িয়াছে? ইহারা সকলেই দার্জিলিং মেলের সময় আসিয়াছে তাঁহাকে নামাইয়া লইতে? অত বড় বৈজ্ঞানিকের উপযুক্ত অভ্যর্থনা বটে! লোকে লোকারণ্য প্ল্যাটফর্ম। হই হই কাণ্ড। রায় বাহাদুর পুলকিত হইলেন। সশব্দে মেল ট্রেন আসিয়া প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করিল।

একটি সেকেন্ড ক্লাস কামরা হইতে ছোট একটি ব্যাগ হাতে দীর্ঘকেশ আয়তচক্ষু আইনস্টাইন অবতরণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাশের একটি ফার্স্ট ক্লাস কামরা হইতে জনৈক সুন্দরী তরুণী, পরনে দামী ভয়েল শাড়ি, পায়ে জরিদার কাশ্মীরী স্যান্ডাল—হাতে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলাইয়া নামিয়া পড়িলেন। তরুণীর সঙ্গে আরও দুটি তরুণী, দুটিই শ্যামাঙ্গী—দুজন চাকর, তারা লগেজ নামাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল।

কে একজন বলিয়া উঠিল,—"ওই যে নেমেছেন! ওই তো ইন্দুবালা দেবী—"

মুহূর্তমধ্যে প্ল্যাটফর্মসুদ্ধ লোক সেদিকে ভাঙিয়া পড়িল। সেই ভীষণ ভিড়ের মধ্যে রায় বাহাদুর অতিকষ্টে আইনস্টাইনকে লইয়া গেটের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

আইনস্টাইন অত বুঝিতে পারেন নাই, তিনি ভাবিলেন তাঁহাকেই দেখিবার জন্য এত লোকের ভিড়। রায় বাহাদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এরা সবই কি স্থানীয় ইউনিভার্সিটির ছাত্র?এদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন না মি. মুখার্জি?"

রায় বাহাদুর এই উদার সরলপ্রাণ বিজ্ঞানতপস্বীর ভ্রম ভাঙাইবার চেষ্টা করিলেন না।

রানাঘাটে আবার ইউনিভার্সিটি! হায় রে, এ দেশ কোন্ দেশ তা ইনি এখনও বুঝিতে পারেন নাই। সবই ইউরোপ নয়।

নীরেনবাবু চাহিয়া-চিন্তিয়া স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ধনী গোপাল পালেদের পুরানো ১৯১৭ সনের মডেলের গাড়িখানি জোগাড় করিয়াছিলেন। তাহাতেই সকলে মিলিয়া চড়িয়া মিউনিসিপ্যাল হলের দিকে অগ্রসর হইলেন। গাড়িতে উঠিবার সময় দেখা গেল তখনও বহুলোক স্টেশনের গেটের দিকে ছুটিতেছে। একজন কে বলিতেছিল—"গাড়ি অনেকক্ষণ এসেছে, ওই দেখ লেগে আছে প্ল্যাটফর্মে। শিগগির ছোট।" ভিড়ের মধ্যে কে উত্তর দিলে—"এখান দিয়েই তো বেরুবেন, আর ভিড়ের মধ্যে গিয়ে দরকার নেই। বড্ড ভিড়। ও তো চেনা মুখ। দেখলেই চেনা যাবে। কত ছবিতে দেখা আছে। সেদিনও 'মিলন' ফিলমে—"

আইনস্টাইন কৌতুকের সঙ্গে বলিলেন,—"এরাও ছুটেছে স্টেশনে বুঝি? ওরা জানে না যাকে দেখতে চলেছে সে তাদের সামনেই গাড়িতে উঠেছে। বেশ মজা, না? মি. মুখার্জি, এখানে ইউনিভার্সিটি কোন্ দিকে?"

সৌভাগ্যক্রমে ভিড়ের মধ্যের একটা লোক আইনস্টাইনের গাড়ির সামনে আসিয়া চাপা পড়-পড় হওয়াতে হঠাৎ ফুটব্রেক কষার কর্কশ শব্দের ও 'এই এই' 'গেল গেল' রবের মধ্যে তাঁহার প্রশ্নটা চাপা পড়িয়া গেল। স্টেশন ও ভিড় ছাড়াইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইতেই মোড়ের মাথায় শ্রীগোপালবাবু ও নীরেনবাবু নামিয়া গেলেন। রায় বাহাদুর বলিলেন—"এখুনি আসবেন তো?"

শ্রীগোপালবাবু কি বলিলেন ভাল বোঝা গেল না। নীরেনবাবু বলিলেন, "ওখানে ওদের পৌঁছে দিয়েই আসছি। আর কেউ বাড়িতে লোক নেই মেয়েদের নিয়ে যেতে। টিকিটে এতগুলো টাকা যখন দিয়েছে—"।

ওই সামনেই মিউনিসিপ্যাল হল। স্টেশনের কাছেই। কিন্তু এ কি? সাড়ে পাঁচটা সময় দেওয়া ছিল। পৌনে ছটাহইয়াছে, কেউ তো আসে নাই। জনপ্রাণী নয়। কেবল মিউনিসিপ্যাল অফিসের কেরানি জীবন ভাদুড়ি একটা ছোট টেবিলে অনেকগুলি টিকিট সাজাইয়া শ্রোতাদের কাছে বিক্রয়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

মোটর হলের সামনে আসিয়া দাঁড়াইতে আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া নামাইলেন রায় বাহাদুর। মুখে হাসি ফুটাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—"হে বৈজ্ঞানিকশ্রেষ্ঠ, সুস্বাগতম। আমাদের রানাঘাটের মাটিতে আপনার পদার্পণের ইতিহাস সুবর্ণ অক্ষরে অক্ষয় হয়ে বিরাজ করুক—আমরা রানাঘাটবাসীরা আজ ধন্য!"

চকিত ও উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে শূন্যগর্ভ হলের দিকে চাহিয়া দেখিলেন সঙ্গে সঙ্গে। লোক কই? রানাঘাটবাসীদের অন্যান্য প্রতিনিধিবর্গ কোথায়?

আইনস্টাইন বিস্মিত দৃষ্টিতে জনশূন্য হলের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"এখনও আসেনি কেউ? সব স্টেশনে ভিড় করছে। মি. মুখার্জি, একটা ব্ল্যাক-বোর্ডের ব্যবস্থা করতে হবে যে। বক্তৃতার সময় ব্ল্যাক-বোর্ডে আঁকবার দরকার হবে।"

আর ব্ল্যাকবোর্ড! রায় বাহাদুর স্থানীয় ব্যক্তি। নাড়ীজ্ঞান আছে এ জায়গার। তিনি শূন্য ও হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন।

জীবন ভাদুড়ি কাছে আসিয়া চুপি চুপি বলল, "মোটে তিন টাকার বিক্রি হয়েছে। তাও টাকা দেয়নি এখন। কি করব বলুন সার? আমাকে কতক্ষণ থাকতে হবে বলুন। আমার আবার বাসার ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাণী সিনেমায় যেতে হবে। কলকাতা থেকে ইন্দুবালা এসেছেন—বাড়িতে বড্ড ধরেছে সব। পঁয়ত্রিশ টাকা মোটে মাইনে—তা বলি, থাক গে, কষ্ট তো আছেই। ওঁদের মত লোকে তো রোজ কলকাতা থেকে আসবেন না। যাক, পাঁচ টাকা খরচ হলে আর কি করছি বলুন। আমায় একটু ছুটি দিতে হবে সার। এ সায়েব কে? এ সায়েবের লেকচারে আজ লোক হবে না—কেআজ এখানে আসবে সার!"

জীবন ভাদুড়ি ক্যাশ বুঝাইয়া দিয়া খসিয়া পড়িল। হলের মধ্যে দেখা গেল চেয়ার বেঞ্চির জনহীন অরণ্যে মাত্র দুটি প্রাণী—আইনস্টাইন ও রায় বাহাদুর।

আইনস্টাইন ব্যাগ খুলিয়া কি জিনিসপত্র টেবিলের উপর সাজাইতে ব্যস্ত ছিলেন, সেগুলি তাঁহার বক্তৃতার সময় প্রয়োজন হইবে—সেই সুযোগে রায় বাহাদুর একবার বাহিরে গিয়া রাস্তার এদিক ওদিক উদ্বিগ্ন ভাবে চাহিতে লাগিলেন।

লোকজন যাইতেছে, ঘোড়ার গাড়িতে মেয়েরা সাজগোজ করিয়া চলিয়াছে, দ্রুতপদে পথিকদল ছুটিয়াছে—সব বাণী সিনেমা লক্ষ্য করিয়া।

রায় বাহাদুরের একজন পরিচিত উকিলবাবু ছড়িহাতে দ্রুতপদে জনসাধারণের অনুসরণ করিতেছিলেন, রায় বাহাদুরকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—"এই যে! সায়েব এসেছেন? লোকজন কেমন হয়েছে ভেতরে? আজ আবার আনফরচুনেটলি ওটার সঙ্গে ক্ল্যাশ করল কিনা? অন্যদিন হলে—না, আমার জো নেই—বাড়ির মেয়েরা সব গিয়েছেন, তাঁদের সঙ্গে কেউ নেই। বাধ্য হয়ে আমাকে—কাজেই—"

রায় বাহাদুর মনে মনে বলিলেন—হ্যাঁ, নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে।

আধ ঘণ্টা কাটিয়া গেল। সাড়ে ছটা। পৌনে সাতটা। সাতটা।

জনপ্রাণী নাই।

বাণী সিনেমাগৃহ লোকে লোকারণ্য। টিকিট কিনিতে না পাইয়া বহুলোক বাহিরে দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছে। একদল জোর-জবরদস্তি করিয়া ঢুকিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে। মেয়েদের বসিবার দুই দিকের ব্যালকনির অবস্থা এরূপ যে আশঙ্কা হইতেছে ভাঙিয়া না পড়ে। স্টেজে যবনিকা উঠিয়াছে। চিত্রতারকা ইন্দুবালা সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান গাহিতেছেন—তাঁরই গাওয়া 'মিলন' ছবির কয়েকখানি দেশবিখ্যাত, বালক বৃদ্ধ যুবার মুখে

মুখে গীত গান—'জংলা হাওয়ায় চমক লাগায়', 'ওরে অচিন দেশের পোষা পাখি', 'রাজার কুমার পক্ষীরাজ' ইত্যাদি।

এমন সময়ে রায় বাহাদুর নীলাম্বর চট্টোপাধ্যায় ভিড় ঠেলিতে ঠেলিতে টকি-হলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই সম্মুখে শ্রীগোপালবাবুকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। পাশেই অদূরে নীরেনবাবু বসিয়া। বলিলেন—"বা রে, আপনিও এখানে!"

হঠাৎ ধরাপড়া চোরের মত থতমত খাইয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে শ্রীগোপালবাবু বলিলেন—"আসার ইচ্ছে ছিল না, কি করি, কি করি—মেয়েরা—ওদের আনা—ইয়ে—সায়েবের লেকচার কেমন হল? লোকজন হয়নি?"

—"কি করে হবে? আপনারা সবাই এখানে। লোক কে যাবে?"

—"সায়েব কোথায়? চলে গেলেন?"

—"এই যে—"

রায় বাহাদুরের পিছনেই দাঁড়াইয়া স্বয়ং আইনস্টাইন।

শ্রীগোপালবাবু শশব্যস্তে উঠিয়া আইনস্টাইনের হাত ধরিয়া খাতির করিয়া নিজের চেয়ারে বসাইলেন।

একটি খবরের কাগজের কাটিং রাখিয়াছিলাম। সেটি এখানে জানাইয়া দেওয়া গেল—

এখানে আলুর দর ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছে। ধানের দর কিছু কমের দিকে। ম্যালেরিয়া কিছু কিছু দেখা দিয়াছে। স্থানীয় সুযোগ্য সাবডিভিশনাল অফিসার মহোদয়ের চেষ্টায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারিদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে।

গত সপ্তাহে স্থানীয় বাণী সিনেমা গৃহে সুপ্রসিদ্ধ চিত্রতারকা ইন্দুবালা দেবী শুভাগমন করেন। নৃত্যকলা-নৈপুণ্যে ও কিন্নরকণ্ঠের সংগীতে তিনি সকলের মনোহরণ করিয়াছেন। বিশেষত 'কালো বাদুড় নৃত্যে' তিনি যে উচ্চাঙ্গের শিল্প-সংগতি প্রদর্শন করিয়াছেন, রানাঘাটবাসীগণ তাহা কোনোদিন ভুলিবে না। এই উপলক্ষে উক্ত সিনেমাগৃহে অভূতপূর্ব জনসমাগম হইয়াছিল—সেও একটি দেখিবার মত জিনিস হইয়াছিল বটে। লোকজনের ভিড়ে মেয়েদের ব্যালকনির নীচে বরগা দুমড়াইয়া গিয়াছিল। ঠিক সময়ে ধরা পড়াতে একটি দুর্ঘটনার হাত হইতে সকলে বাঁচিয়া গিয়াছেন।

বিখ্যাত জার্মান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন গতকল্য দার্জিলিং যাইবার পথে এখানে মিউনিসিপ্যাল হলে বক্তৃতা দিতে নামিয়াছিলেন। তাঁহাকেও সেদিন বাণী সিনেমা গৃহে ইন্দুবালার নৃত্যের সময় উপস্থিত থাকিতে দেখা গিয়াছিল।